গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার
জে.এম শাখা
www.coxsbazar.gov.bd

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটির সভার কার্যবিবরণী

প্রধান অতিথি	:	জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সভাপতি	:	জনাব মোঃ আঃ মান্নান, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কক্সবাজার
সভার তারিখ ও সময়	:	০৬.০৮.২০২৬ খ্রিস্টাব্দ; সন্ধ্যা ৭:০০ টা
স্থান	:	হিল ডাউন সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষ, কক্সবাজার
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভার শুরুতে সভাপতি কর্তৃক সভার প্রধান অতিথি জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কক্সবাজার জেলার মাননীয় সংসদসদস্যগণ, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, মহাপরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার জেলার আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাগণ, গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিসহ উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণকে স্বাগত জানানো হয়।

২। অতঃপর সভার প্রধান অতিথি আজকের সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, কক্সবাজার একটি সাগর-নদী-পাহাড়-অরণ্য বিশিষ্ট ভূ-বৈচিত্রের জেলা। এ জেলায় বিপুল পরিমাণ রোহিংগা জনগোষ্ঠী বসবাস করায় এবং জেলার সাথে মিয়ানমারের সীমান্ত বিদ্যমান থাকায় এ জেলা দেশের একটি অন্যতম মাদকের চোরাচালান প্রবণ জেলা। এ জেলার আইনশৃংখলা বাহিনী হতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক এ জেলা দিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা, আইস, মেথিসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য দেশে প্রবেশ করে। ফলে দেশের যুবসমাজের মধ্যে মাদকের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। তিনি বলেন মাদক পাচার ও অপব্যবহার একটি বহুমুখী ও জটিল সমস্যা। যুব সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আজ মাদকের কবলে পড়ে মেধা ও সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলছে মর্মে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কক্সবাজার জেলা তথা সারা দেশে মাদকের প্রভাব নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে তিনি সভার সকলকে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

৩। প্রধান অতিথি আরও জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরও বেশি গতিশীল ও কঠোর করতে সম্প্রতি সরকার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর যুগোপযোগী সংশোধন করেছে। মাদকদ্রব্য উদ্ধার, সংরক্ষণ, উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য পরীক্ষার জন্য জেলায় জেলায় পরীক্ষাগার স্থাপন, মাদকের মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে জেলায় জেলায় মাদকের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং সময়াবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কার্যক্রম সম্পন্নকরণ সংশোধিত আইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৪। প্রধান অতিথি জানান, রোহিংগা ক্যাম্পসহ কক্সবাজার এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ১০ ডিভিশন, রামু, কক্সবাজারকে আহ্বায়ক এবং আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্য, গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি ও অন্যান্য দপ্তরসংস্থার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গত ২০ জুলাই ২০২৫ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির কার্যপরিধি অনুযায়ী এ কমিটি রোহিংগা ক্যাম্পসহ কক্সবাজার এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কর্মকৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, মাদক উদ্ধারে প্রয়োজনীয় অভিযান পরিচালনা, মাদকের ট্রানজিট রুট চিহ্নিতকরণ, মনিটরিং, উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য বিনষ্টকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৫। ডিজিএফআই-এর প্রতিনিধি জানান, গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের তথ্য সমন্বয়ের মাধ্যমে মাদক ও ইয়াবা পাচারকারীদের গডফাদার/ ব্যবসায়ীদের একটি সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

৬। প্রধান অতিথি টাস্কফোর্স কমিটিকে নির্মোহভাবে মাদক ও ইয়াবা পাচারকারী গডফাদার/ ব্যবসায়ীদের একটি সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করতে অনুরোধ জানান। তিনি প্রতিমাসে টাস্কফোর্স কমিটির একটি সভা আহ্বান এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।

CamScanner

৭। বিজিবি'র রিজিওন কমান্ডার জানান, সড়ক ও সমুদ্র পথে মাদক পাচার হয়। ফলে সড়ক ও সমুদ্র পথে তল্লাশি জোরদার করা প্রয়োজন। এছাড়াও তিনি জানান, মাদকের অর্থ লেনদেন তদারকির লক্ষ্যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের উপর নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮। সভায় উপস্থিত কোস্টগার্ড প্রতিনিধি জনান, কোস্টগার্ডের লজিস্টিক ও জনবল স্বল্পতার কারণে সমুদ্রপথে পর্যাপ্ত তদারকি করতে পারছেনা। এ ক্ষেত্রে নৌবাহিনীর সহায়তা প্রয়োজন। তিনি জানান সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের মাধ্যমে নৌবাহিনীর সহায়তা কামনা করা যেতে পারে। সভার প্রধান অতিথি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কক্সবাজারকে এ বিষয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের অনুরোধ জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৯। অধিনায়ক র‍্যাব-১৫ জানান, সীমান্ত এলাকা এবং রোহিংগা ক্যাম্পে অনিবন্ধিত মোবাইল সীমের মাধ্যমে মাদকের অর্থের লেনদেন হয়। ফলে প্রকৃত অপরাধীদের ধরা বা আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়না। তিনি কক্সবাজার জেলার সীমান্তবর্তী ও রোহিংগা ক্যাম্প এলাকার সকল মোবাইল সীম ও জাতীয় পরিচয়পত্র পুনঃনিবন্ধনের উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানান।

১০। সভায় উপস্থিত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার জানান, রোহিংগা ক্যাম্পের পেছনের কাঁটা তারের বেড়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং এলাকায় ইতোপূর্বে স্থাপিত সিসি ক্যামেরাসমূহ অকেজো হয়ে যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে ক্যাম্পের ভেতরের রোহিংগা মাদক চোরাকারবারিদের তদারকি করা সম্ভব হচ্ছেনা। তিনি রোহিংগা ক্যাম্প এলাকায় কাঁটা তারের বেড়া সংস্কার এবং অকেজো হয়ে যাওয়া সিসি ক্যামেরাসমূহ সচল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান।

১১। মাননীয় সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-৪ জনাব শাহজাহান চৌধুরী জানান, টেকনাফের পাহাড়ের পথে মাদক চোরাচালান ও অপহরণের ঘটনা ঘটে। তিনি টেকনাফের রংগীখালী ও নোয়াখালীপাড়া পাহাড়ের উপরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

১২। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দাসংস্থার সদস্যগণের বক্তব্য, সংসদসদস্যগণের মতামত শেষে সর্বসম্মতক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ-

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
১	কক্সবাজার জেলায় মাদকের গডফাদার ও ব্যবসায়ীদের সমন্বিত তালিকা প্রণয়ন	রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ কক্সবাজার জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে গত ২০ জুলাই ২০২৫ তারিখে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটি জেলার সকল গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের তথ্যের সমন্বয়ে নির্মোহ ভাবে মাদক ও ইয়াবা পাচারকারী গডফাদার/ ব্যবসায়ীদের একটি সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করবে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত টাস্কফোর্স কমিটি
২	মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা	কক্সবাজার জেলায় মাদক পাচাররোধে টাস্কফোর্স কমিটির আওতায় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে রোহিংগা ক্যাম্পে নিয়মিত ভাবে যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	ডিআইজি, এফডিএমএন
৩	মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স কমিটির নিয়মিত সভা আহ্বান	কক্সবাজার জেলায় মাদক পাচাররোধে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটি প্রতি মাসে অন্তত পক্ষে একবার সভায় মিলিত হবেন।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত টাস্কফোর্স কমিটি
৪	মাদকের অবৈধ অর্থের লেনদেন যাচাই	মাদক ব্যবসায় অবৈধ অর্থের লেনদেন যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের Financial Intelligence Unit, সিআইডি, ডিজি মাদক, ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও অর্থ লগ্নিকারী, পৃষ্ঠপোষকতাকারী ও শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীদের অবৈধ অর্থের উৎস যাচাই করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর; ২। সিআইডি, কক্সবাজার; ৩। বিএফআইইউ, চট্টগ্রাম

CamScanner

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
৫	সীমান্ত এলাকায় চেকপোস্ট বৃদ্ধি ও চেকপোস্টে সার্বক্ষণিক তল্লাশি অভিযান পরিচালনা	মাদকের পাচার প্রতিরোধে সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন বাহিনীর চেকপোস্ট বৃদ্ধি করতে হবে এবং স্থাপিত চেকপোস্টসমূহের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। প্রয়োজনে, চেকপোস্টে জনবল স্বল্পতারোধে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া সন্দেহভাজন যানবাহন এবং ব্যক্তির দেহ তল্লাশী করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ
৬	সমুদ্র পথে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর যৌথ সমন্বয়ে তদারকি বৃদ্ধি	কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর যৌথ সমন্বয়ে সমুদ্র পথে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে টহল/তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে নৌবাহিনীর সহায়তা কামনা করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে পত্র প্রেরণ করবেন।	১। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কক্সবাজার; ২। নৌবাহিনী ফরোয়ার্ড বেইজ, কক্সবাজার; ৩। বাংলাদেশ কোস্টগার্ড
৭	সমুদ্র পথে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধ রাডার ও ড্রোন সার্ভিলেন্স এর মাধ্যমে সেন্টমার্টিন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা মনিটর	ফিশিং ট্রলার ও বোট এর মাধ্যমে মিয়ানমার হতে সমুদ্রপথে বাংলাদেশে অবৈধ মাদক ঢুকতে না পারে সে লক্ষ্যে রাডার ও ড্রোন সার্ভিলেন্স এর মাধ্যমে সেন্টমার্টিন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা মনিটর করতে হবে। ডিজি শিপিং এর ১১ টি টাওয়ার রয়েছে, যার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ট্র্যাকিং করা হচ্ছে। সমুদ্র পথে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে সেখানে কোস্টগার্ড এর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।	১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২। বিজিবি ৩। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ৪। বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ৫। বাংলাদেশ নৌ-পুলিশ
৮	মোবাইল সিমের বায়োমেট্রিক যাচাই ও জাতীয় পরিচয়পত্র পুনঃনিবন্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ	অনিবন্ধিত মোবাইল সীমের মাধ্যমে মাদকের অর্থের লেনদেন প্রতিরোধে কক্সবাজার জেলার সীমান্তবর্তী ও রোহিংগা ক্যাম্প এলাকার সকল মোবাইল সীম ও জাতীয় পরিচয়পত্র পুনঃনিবন্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২। বিটিআরসি ৩। সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ
৯	রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সিসি টিভি ও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ	রোহিঙ্গারা যাতে সহজে ক্যাম্প হতে বাহির হতে না পারে বা ক্যাম্পে ভিতরে যাতে সহজে কেউ প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ক্যাম্পের চতুর্পাশে কাঁটাতারের বেড়া সংস্কার করতে হবে এবং ক্যাম্পের অভ্যন্তরে অকেজো হয়ে যাওয়া সিসি টিভি ক্যামেরা সচল করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার ৩। এপিবিএন, ০৮/১৪/১৬, কক্সবাজার
১০	মাদক মামলা নিস্পত্তি	মাদকের মামলাসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে বিচার বিভাগের সাথে সমন্বয় করে মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পাবলিক প্রসিকিউটর, কক্সবাজার
১১	গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ	মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, যুব সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক আকারে গণসচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধি, বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়নের দায়িত্বরত ব্যক্তি, গাড়িচালক, গাইড, হেলপারদের সমন্বয়ে মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার আয়োজন করতে হবে। এছাড়াও মাদকের কুফল সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে নিয়মিত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার; ২। পুলিশ সুপার, কক্সবাজার।
১২	কুরিয়ার সার্ভিস মনিটরিং	কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যাতে কেউ অবৈধ মাদকদ্রব্য পাচার করতে না পারে সে লক্ষ্যে কক্সবাজারস্থ সকল কুরিয়ার সার্ভিসের কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে।	১। পুলিশ সুপার, কক্সবাজার ও সকল গোয়েন্দা সংস্থা

CamScanner

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
১৩	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটির সভা	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কক্সবাজার ৩। উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার
১৪	টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার জেলেদের নিবন্ধন ও তদারকি	টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার সকল জেলে ও তাদের নৌকাসমূহকে নিবন্ধনের আওতায় এনে কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে। বিশেষ করে যত্রতত্র যেন নৌকাগুলো নদীপথে বা সমুদ্রপথে গমন করতে না পারে সে লক্ষ্যে ঘাট নির্দিষ্ট করতে হবে।	১। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া/টেকনাফ, কক্সবাজার; ৩। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উখিয়া/টেকনাফ, কক্সবাজার;
১৫	মাদকের চোরাচালান প্রতিরোধে টেকনাফে সেনা বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন	১০ পদাতিক ডিভিশনের সহায়তায় টেকনাফের নোয়াখালী পাড়া ও রংগীখালীতে সেনাবাহিনীর দুটি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ১০ পদাতিক ডিভিশন

১৩। পরিশেষে প্রধান অতিথি আগত সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে একত্রে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান এবং সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় প্রধান অতিথির অনুমতিক্রমে সভার সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আঃ মান্নান
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
কক্সবাজার
ফোন-০২৩৩৪৪৬২২০০
e-mail: dccoxbazar@mopa.gov.bd

স্মারক নম্বর : ০৫.২০.২২০০.১২৩.০০৪.০০১.২০২৬-৭০৯

তারিখ : ২২ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ০৬ আগস্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
০৩-০৫। মাননীয় সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-১/২/৩/৪;
০৬। মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শামীম আরা স্বপ্না, সংরক্ষিত নারী আসন;
০৭। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ;
০৮। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৯। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম;
১০। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। প্রশাসক, জেলা পরিষদ, কক্সবাজার;

CamScanner

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও কার্যার্থে/ অবগতি ও কার্যার্থে: **(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)**

১। জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ১০ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, কক্সবাজার এরিয়া;
২। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার;
৩। চেয়ারম্যান, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার;
৪। রিজিয়ন কমান্ডার, বিজিবি, কক্সবাজার;
৫। কর্নেল জিএস, ডিজিএফআই, কক্সবাজার;
৬। পুলিশ সুপার, কক্সবাজার;
৭। সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, রামু;
৮-১০। অধিনায়ক, ০৮/১৪/১৬ এপিবিএন, কক্সবাজার;
১১-১৪। ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, ০২/৩০/৩৪/৬৪ বিজিবি, কক্সবাজার;
১৫। অধিনায়ক, র‍্যাব-১৫, কক্সবাজার;
১৬। অধ্যক্ষ, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার;
১৭। তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, কক্সবাজার;
১৮। সিভিল সার্জন, কক্সবাজার;
১৯। পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, কক্সবাজার;
২০। বিশেষ পুলিশ সুপার, সিআইডি, কক্সবাজার
২১। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার;
২২। যুগ্ম পরিচালক, এনএসআই, কক্সবাজার;
২৩। কমান্ডার, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কক্সবাজার;
২৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল), কক্সবাজার;
২৫-২৬।স্টেশন কমান্ডার, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, টেকনাফ/সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার
২৭। জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, কক্সবাজার;
২৮। জেলা তথ্য অফিসার, কক্সবাজার;
২৯। পরিচালক, কক্সবাজার বিমান বন্দর;
৩০। উপ-পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, কক্সবাজার।
৩১। সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, টেকনাফ বিশেষ জোন।
৩২। ম্যানেজার, কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন;
৩৩। ....(সকল), কক্সবাজার;
৩৪। পাবলিক প্রসিকিউটর, কক্সবাজার;
৩৫-৩৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, প্রেস ক্লাব, কক্সবাজার;
৩৭। সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি.) বিআরটিএ, কক্সবাজার;
৩৮। সহকারী ব্যবস্থাপক, বিটিসিএল, কক্সবাজার;
৩৯। উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কক্সবাজার;
৪০। সভাপতি, কক্সবাজার জেলা আইনজীবি সমিতি, কক্সবাজার;
৪১। জনাব... ;
৪২। জেলা আইসিটি অফিসার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, কক্সবাজার (কার্যবিবরণীটি জেলা তথ্য বাতায়নে Upload করবেন;
৪৩। অফিস কপি।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার

CamScanner